আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অনুভব
সেদিন ভয়ের হাতে হয়নি দুর্বল পরাভব।
মহত্তম মানুষের স্পর্শ হতে হইনি বঞ্চিত,
তাঁদের অমৃতবাণী অন্তরেতে করেছি সঞ্চিত।

আরোগ্য।। ২৯ সংখ্যক কবিতা।। উদয়ন
২৩ জানুয়ারি ১৯৪১।। সকাল

9 788194 982333

মহামারি : ইতিহাস ও উত্তরণ
সম্পাদনা- ড. অমিত দে ও নবীন দাস ২য় খণ্ড

মহামারি
ইতিহাস ও উত্তরণ

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনা
ড. অমিত দে • নবীন দাস

মহামারি

ইতিহাস ও উত্তরণ

সম্পাদনা

ড. অমিত দে ও নবীন দাস

দ্বিতীয় খণ্ড

চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স পাব্লিকেশন

বারুইপুর পুরাতন থানা

[illegible]

MAHAMARI : ITIHAS O UTTARAN (PART - 2)

Editor

Dr. Amit dey & Nabin das

ISBN 978-81-949823-3-3

Publisher

CHAKRABORTY AND SON'S PUBLICATION

Baruipur Puratan Thana

9836032690

subhradeepchakraborty144@gmail.com

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর, ২০২০

প্রকাশক – শীতাংশু চক্রবর্তী ও শুভ্রদীপ চক্রবর্তী

মুদ্রণ - চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স প্রিন্টিং হাউস

বারুইপুর পুরাতন থানা

প্রচ্ছদ – শ্রী প্রকাশ ঘোষ

© বাংলা বিভাগ

কাশীপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়

পুরুলিয়া

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা পেনড্রাইভ, ডিস্ক, কম্পিউটারের কোনো ডিভাইসে কপি করা বা সংরক্ষন বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না বা হার্ড কপি বা বই বা কাব্যগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

৩৫০.০০

Kashipur Michael Madhusudan Mahavidyalaya

(Affiliated to Sidho-Kanho-Birsha University)

Kashipur, P.O.: Panchakote Raj, Dist.: Purulia, Pin – 723132 (W.B.)

(M) +917001078092 / +919007953860

e-mail: kashipur_mmm@yahoo.in, website: www.kashipurmmm.org

(Accredited NAAC with Grade "B")

Date: 10.11.2020

অধ্যক্ষের প্রতিবেদন

"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন; মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে।"

আমরা চলেছি এই জীবনানন্দীয় অনুভবে। শতবর্ষ পরে যেন এ বাণী ফিরে ফিরে আসে। 'শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়' মেখে আমরা রয়েছি রণভূমে হতাশা ও আশা নিয়ে। 'অন্ধকারের উৎস হতে' আলো উৎসারিত হবে। যেমন হয়েছিল ১৭২০'র প্লেগে, লক্ষ মানুষের মরণের পরে জেগেছিল বিষণ্ণ পৃথিবী। ফিরে এসেছিল বিঠোফেন, আশাবরী। আবারো এসেছে অন্ধকার বারে বারে পৃথিবীর রণাঙ্গণে। ১৮১৭'র অসুখ গভীর থেকে গভীরতর হল ১৮২০ জুড়ে। 'এশিয়াটিক কলেরা'য় উজাড় হয়েছে অগণন মানুষ অকাতরে। শতবর্ষ পরে 'স্পেনিশ ফ্লু'র ভয়াল মূর্তি দেখেছে মর্ত্য। শতকরা ৫ ভাগ মানুষ হারিয়ে ধরণী হয়েছিল প্রবল শোকাহত। শতাব্দীর ইতিহাস ফিরে এল আবার। 'আমাদেরও প্রাণ মূক করে রাখে; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।' সে অনুপ্রেরণাতেই গত ১০ ও ১১ আগস্ট, ২০২০ তারিখে বাংলা বিভাগ ও IQAC-এর উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল দ্বিদিবসীয় আন্তর্জাতিক আন্তর্জালিক আলোচনাচক্র।

সংকলিত উক্ত প্রবন্ধ শুধুমাত্র করোনাকালের এক প্রবন্ধ সংগ্রহ নয়। এর থেকে আগ্রহী পড়ুয়া, গবেষক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক সহ সাধারণ পাঠক উপকৃত হবেন বলে আশা রাখি।

সম্পাদনা
ড. অমিত দে
নবীন দাস

সূচীপত্র

১.	মহামারি, জনস্বাস্থ্য এবং এ সংক্রান্ত সামাজিক প্রতিক্রিয়া : স্বাধীনতাপূর্ব বাংলা	:	ড. মধু মিত্র	১৯
২.	করোনা মহামারি উত্তরণের দিশা : বাংলার লোকসংস্কৃতি	:	ড. জ্যোতির্ময় রায়	২৭
৩.	সাহিত্যিক সুকুমার মাইতির 'নদী মাটি প্রাণ' উপন্যাসে মহামারির প্রতিচ্ছবি	:	ড. বর্ণালী গাঙ্গুলী	৩৫
৪.	বাংলা ছোটোগল্পে বস্ত্রসংকট ও মহামারি প্রসঙ্গ : একটি সমীক্ষা	:	রোহিত মণ্ডল	৪১
৫.	মহামারি উত্তরণে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা	:	অঙ্কিতা গুহ	৪৭
৬.	গ্রামীণ জীবনে মহামারির প্রভাব : বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ উপন্যাসের দর্পণে	:	ড. শ্রীমন্ত দাস	৫৩
৭.	ধর্ম বনাম বিজ্ঞান : প্রসঙ্গ মহামারি	:	সুপ্রভাত শীট	৫৯
৮.	'আগুনপাখি': মহামারির প্রসঙ্গ, উত্তরণের দিক্‌নির্দেশ এবং মহামারি পরবর্তী দুর্ভিক্ষের চালচিত্র	:	আশিস দেবনাথ	৬৬
৯.	মহামারির করাল থাবা : ফিরে দেখা	:	মল্লিকা সরকার	৭৩
১০.	এপার ও অপার বাংলার উপন্যাসে মহামারি : নির্বাচিত উপন্যাসের প্রেক্ষিতে	:	ড. মীনাক্ষী পাল	৭৮

১১. মহামারি তাপিত বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র : তমালকান্তি পাল ৮৫

১২. বাংলা কথাসাহিত্যে প্লেগ : দুঃস্বপ্নের আখ্যান : তীর্ণা সিনহা ৯২

১৩. মহামারি : সভ্যতার ধ্বংস না ভারসাম্য ও পুনর্গঠনের ইঙ্গিত : মানু বধূক ৯৮

১৪. 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারির প্রভাব : অবিনাশ কোচ ১০৫

১৫. 'নিম অন্নপূর্ণা'— নিরন্নের আর্তি অথবা বিপন্ন মূল্যবোধ : প্রীতম চক্রবর্ত্তী ১১১

১৬. ভয় থেকে বিশ্বাসের পথে : সৌজন্যে মহামারি : সুমন কর ১১৭

১৭. করোনা ভাইরাস : সামাজিক মানসিকতা : জয়া দাস ১২৪

১৮. বাংলা গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত নারী ভাবনা : সুব্রত আদক ১৩২

১৯. বিশ্ব-মহামারি : ইতিহাস, উত্তরণ ও ভবিষ্যৎ সাহিত্যের ইঙ্গিত : ড. স্বরূপ দে ১৩৮

২০. বিগত দুই শতকে ভারতবর্ষে মহামারি ও অতিমারির প্রাদুর্ভাব ও ভয়াবহতার ইতিহাস : কালীকৃষ্ণ সূত্রধর ১৪৫

২১. মহামারি : উত্তরণের স্মৃতিচারণে সাহিত্য : রুদ্রদেব মণ্ডল ১৫১

২২. ইতিহাসের আলোকে মহামারি : একাল-সেকাল : মনোরঞ্জন পড়ুয়া ১৫৮

২৩. মহামারির প্রতিষেধক : নন্দনতত্ত্বের আলোকে : সুলগ্না চ্যাট্যার্জী ১৬৬

২৪. কোভিড-১৯ : সামাজিক সংকট ও স্বদেশভাবনা : কৃতিরঞ্জন কর ১৭১

২৫. অতীতের মহামারি বর্তমানের সংকল্প : ত্রিবিদ নারায়ণ দাস ১৭৭

২৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত উপন্যাসে বাংলায় মহামারির স্বরূপ চিত্রণ : সুপ্রিয়া গুপ্ত ১৮২

২৭. নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে মন্বন্তর : মননে বিশ্লেষণে : হজরত উমার ফারুক ১৯৪

২৮. ঝুমুর গান : প্রসঙ্গ করোনা সচেতনতা : ড. সংগ্রাম মাহাত ২০০

২৯. ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে মহামারি : ড. চন্দ্রাণী পাল ২১১

৩০. নাটকের পথ পথনাটক : মারিকালে অন্যতম এক দিশা : কোয়েল সাহা ২১৮

৩১. লেখক পরিচিতি : ২২৫

৩২. পরিশিষ্ট – ১ : অতিমারির কালক্রম : নিত্যানন্দ খাঁ (সংকলন) ২৩০

৩৩. পরিশিষ্ট – ২ : করোনার বর্ষপূর্তি (তথ্য - আনন্দবাজার পত্রিকা) : নিত্যানন্দ খাঁ (সংকলন) ২৪৭

৩৪. পরিশিষ্ট – ৩ : বিদেশি সাহিত্যে অসুখবিসুখ : নিত্যানন্দ খাঁ (সংকলন) ২৫০

করোনা মহামারি উত্তরণের দিশা : বাংলার লোকসংস্কৃতি

ড. জ্যোতির্ময় রায়

মহামারি পূর্বেও বাংলায় একাধিকবার ঘটেছে। কলেরা, টাইফয়েড, প্লেগ, বসন্তে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, কোনো কোনো গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। সাহিত্যে, ইতিহাসে তার বহুল বর্ণনা আছে। বাংলার গ্রামীণ জীবনে চিকিৎসা বলতে ভরসা কবিরাজ, বদ্যি, গুণীদের দেওয়া গাছ-গাছড়া, তাবিজ-কবচ, জলপড়া, তেলপড়া প্রভৃতি। তাছাড়াও সাধারণ মানুষের বড়ো ভরসার জায়গা ছিল লৌকিক দেব-দেবীরা। যেমন, মা শিতলা, ওলাবিবি, বসনরায় প্রভৃতি। আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির চরম শিখরে গোটাবিশ্ব। গ্রামেও আজ আধুনিকতার ঢেউ। উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৌলতে বহু মারণরোগ থেকে মুক্তি পেয়েছে মানুষ। তবুও একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কিছু মারন-ভাইরাসের আক্রমণে মানুষ দিশেহারা। ইবোলা, রেবিজ, H5N1, ডেঙ্গু, HIV সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)।

চিনের উহান শহর থেকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এই ভাইরাস। মানুষ ছড়িয়েছে, না কি মানুষের ভুলে ছড়িয়েছে সেটা বড়ো কথা নয়। প্রত্যেকদিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও গোটা বিশ্বে ২৫.০৯.২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৯৮৫০০০ জন। নেই কোনোও সঠিক চিকিৎসা, টীকাও অধরা। এমত পরিস্থিতিতে একমাত্র পথ সচেতনতা। যা অনেকটা রোধ করতে পারে সংক্রমণকে। সেইমতো সরকারী-বেসরকারী নানা উদ্যোগ চলছে। করোনা মহামারি মোকাবিলায় দুই বঙ্গের লোকশিল্পী সমাজ তাদের নিজ নিজ আঙ্গিককে হাতিয়ার করে সংক্রমণ রোধে দিশা দেখাচ্ছে। লোকসংস্কৃতির ভাওয়াইয়া সংগীত, ঝুমুর, লোকনাট্য গম্ভীরা, ছৌ নৃত্য, বহুরূপী, পটশিল্প ও পটের গান, ছড়া, বাউল গান, লোকবিশ্বাস-সংস্কার – এই করোনা কালে যে অবদান রচনা করে চলেছে মানুষকে সচেতন করতে তা দেখা যাক বিশ্লেষণ করে।

প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গে নদী-পাহাড়-জঙ্গল-চা বাগান আর নানা জাতি-জনজাতির বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিতে মুখর। বিশেষ করে রাজবংশী সমাজের লোকসংগীত, ভাওয়াইয়ার জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। এই সংগীতের মধ্যে উত্তরবঙ্গের লোকসমাজের